অন্য সবার চেয়ে হেলেন ডিন বরাবরই ভাগ্যবান ছিলেন। বিশেষ করে তার নিজের পরিবার-পরিজন থেকে। কেননা, তার পরিবারের কেউ এত দীর্ঘ সময় বাঁচেনি। কোনো রোগবালাই ছাড়াই হেলেন বেঁচে ছিলেন পাক্কা ৯১ বছর। হয়তো আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতেন, যদি তার জীবনে চার্লস কালেন নামের খুনি নার্সের দেখা না মিলতো। খুনি এ নার্স তার ১৬ বছরের নার্সিং কেরিয়ারে ৪০ জন রোগীকে হত্যা করেছে। আর এর শুরু হয়েছিল হেলেন ডিনকে হত্যার মধ্য দিয়ে... লিখেছেন **পান্থ রহমান রেজা**

ইতিহাস সৃষ্টিকারী

খুনি কালেনের জবানবন্দি

ঘাতক চার্লস কালেন

আদালতে চার্লস কালেন স্বীকারোক্তি দিলেও কি কারণে সে এমনটি ঘটিয়েছে তা পরিষ্কার হয়নি। তবে ব্যক্তিজীবনের নানা দুর্ঘটনা তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছিল। এটা তার একান্নবর্তী পরিবারের এক বিরূপ পরিবেশে বেড়ে ওঠা জীবন কাহিনী থেকে জানা যায়। কালেনের জন্ম নিউজার্সি শহরের পশ্চিম অরেঞ্জ এলাকায়। ১৯৬০ সালে। এলাকাটি ছিল শ্রমিক শ্রেণীর লোকদের আবাসস্থল। খুবই ঘনবসতি এবং ঘিঞ্জি ছিল এলাকাটি। এখানেই আরো ৯টি শিশুর সঙ্গে একটি দমবন্ধ দোতলা বাড়িতে তাকে বড় হতে হয়েছে। তারা বাবা ছিলেন বাস ড্রাইভার। কালেনের বয়স যখন ৭ মাস তখন তিনি মারা যান অজ্ঞাত এক রোগে ভুগে। তাছাড়া কালেনদের পরিবার ছিল বিশাল। আর সে পরিবারের বেশির ভাগ সদস্য ছিল মেয়ে। বিশেষ করে তার সমবয়সীরা। ফলে সে বয়সেই কালেন নিজেকে সবার কাছ থেকে আলাদা করে নেয়। ১৭, বছর বয়সে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায় কালেনের মা। এ রকম পরিস্থিতির মধ্যেই বেড়ে ওঠে সে।

নার্সিংয়ের চাকরি

কালেন জীবনের প্রথম চাকরি পেয়েছিলো নৌবাহিনীতে। একজন টেকনিশিয়ান হিসেবে। নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের ব্যালাস্টিক মিসাইলগুলো তাকে দেখতে হতো। যদিও এখানে খুব বেশিদিন থাকতে পারেনি সে। মানসিক সমস্যার কারণে তাকে নৌবাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়। এরপর কালেন ভর্তি হয় মাউন্টেইনসাইড হসপিটাল স্কুল অব নার্সিংয়ে। সেখান থেকে ১৯৮৭ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে। নিউজার্সির সেন্ট বার্নাবাস মেডিকেল সেন্টারে চাকরির মাধ্যমে তার নার্সিং জীবন শুরু। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ১৯৯২ সালে সেন্ট বার্নাবাস হাসপাতাল থেকে বরখাস্ত হয়। বরখাস্তের কয়েক মাসের মাথায় চাকরি পেয়ে যায় ওয়ারেন হাসপাতালে। এখানকার চাকরিও খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এখানে থাকা অবস্থায়ই একবার আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়। যদিও সে চেষ্টা সফল হয়নি। এরপর ওয়ারেন হাসপাতালে থেকেই চাকরি নেয় গ্রেস্টোন পার্ক সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালে।

ডিভোর্স লেটারে স্ত্রীর অভিযোগ

নিউজার্সির সেন্ট বার্নাবাস মেডিকেল সেন্টারে চাকরি পাওয়ার কিছুদিন আগে কালেন কম্পিউটার প্রোগ্রামার আদ্রিনে টাবকে বিয়ে করে। যদিও তাদের এ বিয়ে সুখের হয়নি। ১৯৯৩ সালে এসে তাদের মধ্যে ডিভোর্স ঘটে। ডিভোর্সের ফাইলে আদ্রিনে জানিয়েছেন, গত তিন বছরে কালেন একবারও শোবার ঘরে ঘুমায়নি। এ ক'দিন সোফায় ঘুমিয়ে রাত পার করেছে। তাছাড়া প্রতি সপ্তাহে ১২-৩৬ ঘন্টা ওভারটাইম করতো কালেন। কখনো কখনো ওভারটাইম না করে বাড়িতে সময় দিতে বললে সে আমাকে স্বার্থপর এবং দয়ামায়াহীন মানুষ বলে অভিহিত করতো। আদ্রিনে তার ডিভোর্স ফাইলে আরো বলেছেন, তীব্র শীতে সে ঘরের উত্তাপ যন্ত্র মাঝে মাঝে বন্ধ করে

দিতো। তাছাড়া আদ্রিনে মেয়েকে নিয়ে যখন শোবার ঘরে উষ্ণতাপে থাকছেন, ঠিক সে সময়েই কালেন লিভিং রুমের জানালা খুলে রেখে দিব্যি ঘুমাতো। এসব হেঁয়ালি মেনে নিতে না পেরে তিনি কালেনের ঘর ছাড়েন।

মিশেলের প্রেম ভেঙে গেলো..

কালেন গ্রেস্টোন পার্ক সাইক্রিয়াটিক হাসপাতালে থাকাকালে মিশেল টমলিনসন নামে এক মহিলার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। মিশেলের সঙ্গে তার প্রেম মাত্র কয়েক মাস স্থায়ী হয়েছিল। এ প্রেম ভেঙে যাওয়ার পর থেকে কালেন সাংঘাতিক রকমের বিষণ্নতায় ভুগতো। আর এ জন্য তাকে দীর্ঘদিন মানসিক চিকিৎসা নিতে হয়েছিল।

ঘন ঘন চাকরি বদল

এরপর কালেনের জীবন অনেকটা এলোমেলো হয়ে যায়। কোথাও কাজে মনস্থির করতে পারেনি। এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে ছুটে বেড়াতে হয়েছে তাকে। যদিও তার কৃতকর্মের কারণে এটা হয়েছে। সাড়ে ৯ বছরে সে আটের অধিক হাসপাতাল বদল করেছে।

ভালো লাগতো রাতের শিফট

কালেনের ভালো লাগতো রাতের শিফটে কাজ করতে। এ সময়টাতে নার্সদের কাজে তেমন সুপারভাইজ করা হতো না। এ জন্য সে রাতের শিফট বেছে নেয়। তাছাড়া সে ছিল একজন ননস্টপ ওয়ার্কার। একই জায়গায় একইভাবে দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করতে ভালো লাগতো তার। তেমন ক্লান্তিবোধ করতো না বলে তার এক সহকর্মী জানিয়েছেন।

পেনসিলভানিয়ার লিবার্টি নার্সিং অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে কালেন রাতের শিফটে কর্মরত ছিলো। তখন ফ্রান্সিস নামে এক রোগী মারা যান। তিনি গাড়ি দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়ে এখানে ভর্তি হয়েছিলেন। মৃত্যুর পর তার দেহে মাত্রাতিরিক্ত ইনসুলিন পাওয়া যায়। যদিও সে হেনরির দায়িত্বে ছিলো না। কিম্বার্লি পেপ নামে অন্য এক নার্স তার দায়িত্বে ছিলেন। পরে কিম্বার্লি জানান, এ ঘটনার জন্য তিনি কালেনকে সন্দেহ করেছিলেন।

কালেনের ৪০ শিকারের মধ্যে দুইজন

১৯৯৮ সালে লিবার্টিতে কর্মরত অবস্থায় মেডিসিন ডেলিভারির গাইড অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলে তাকে পদচ্যুত করা হয়। তবে পদচ্যুত হবার মাত্র এক সপ্তাহ পরেই চাকরি পেয়ে যায় ইস্টন হাসপাতালে। এ হাসপাতালে ক্রিস্টিনা টথ তার বাবাকে ভর্তি করেছিলেন। তার বাবাকে যখন ইমার্জেন্সি রুম থেকে বের করে নিয়ে আসা হয়, তখন কৃশকায় চেহারার কালেনকে চেয়ার ঠেলে নিয়ে আসতে দেখে ক্রিস্টিনার মধ্যে এক ধরনের বাজে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। ক্রিস্টিনা জানান, তাকে দেখে মনে হয়েছিল সে সত্যিই কঠিন প্রকৃতির। আবেগের কোনো ছিটেফোঁটা ছিল না তার চোখেমুখে। সে দিন কালেনের হাতে একটি হাইপোডেমিক সুঁচ ছিল। সেটা কেন, ক্রিস্টিনার এ প্রশ্নের জবাবে কালেন জানায়, হৃদযন্ত্র বন্ধ করে দিতে এটি। ক্রিস্টিনার বাবার হৃদযন্ত্র ঠিকই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে তার তিন দিন পরে। সময়টা ছিল ১৯৯৮ সালের শেষ দিন। সবাই তখন থার্টিফার্স্ট নাইট উদ্‌যাপন করছিল। ক্রিস্টিনার বাবার দেহেও অত্যধিক মাত্রায় ডক্সিন পাওয়া গিয়েছিল। যদিও এটা পাবার কোনো কারণ ছিল না। প্যাথলজিস্ট কারণ খুঁজে না পেয়ে দুর্ঘটনা বলে রিপোর্ট দিয়েছিল। কিন্তু ক্রিস্টিনার মন বলছিল, এটি কালেনের কাজ। কালেনের ৮ নম্বর নার্সিং চাকরিটা জুটেছিল সেন্ট লুক হাসপাতালে। এখানে সে প্রায় দু'বছরের মতো কাজ করেছে। ২০০২-র জুনের দিকে চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কেননা, নিডল ডিসপোজেবল বিনে উন্মুক্ত নয়, এমন হৃদযন্ত্রের মেডিকেশন পাওয়া গেলে কালেনকে সন্দেহ করা হয়। তাছাড়া একই সময়ে পুলিশ তদন্তে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতে থাকে। যদিও ফরেনসিক প্যাথলজিস্ট এবং রাজ্যের নার্সিং বোর্ডের তদন্তকারীরা কালেনের বিরুদ্ধে তেমন তথ্য-প্রমাণ পাননি।

শেষ চাকরি

নিউজার্সির সামারসেট মেডিকেল সেন্টার

ও-ই আমাকে সুঁচ বিঁধিয়েছে

-হেলেন ডিন

১৯৯৩ সালের আগস্টের শেষ দিকের কথা। হেলেন ডিন কোলন সার্জারির জন্য ভর্তি হয়েছেন নিউজার্সির ছোট্ট শহর ফিলিপবার্গের ওয়ারেন হাসপাতালে। ডাক্তাররা সফলভাবে সার্জারি সম্পন্ন করেছেন। ফলে দিব্যি সুস্থভাবেই হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছেন তিনি। শুধু দিন গুনছেন কবে ছাড়া পাবেন। আবার ফিরে যাবেন নাতী-নাতনীদের কোলাহলে। জড়ানো কণ্ঠে তাদের আগের দিনের গল্প শোনাবেন। কিন্তু তার সেই সুখস্বপ্ন স্থায়ী হতে পারেনি খুনি কালেনের কারণে।

হাসপাতালে হেলেনের রুমে একদিন এক পুরুষ নার্স আসে। কাজের সুবিধার জন্য সে হেলেনের ছেলে ল্যারিকে কিছু সময়ের জন্য বাইরে যেতে বলে। কাজ শেষে ল্যারি মায়ের রুমে ফিরে জানতে পারেন নার্সটি তাকে ইনজেকশন দিয়েছে। ল্যারির কাছে ব্যাপারটি অদ্ভুত লাগে। কেননা, তার মাকে কোনো মেডিসিন দেয়ার জন্য তখন পর্যন্ত পরামর্শ দেয়া হয়নি। নৌবাহিনীতে চাকরির সুবাদে সে সময় ল্যারির পকেটে ছিল একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস। তা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন ব্যাপারটি আসলেই সত্যি। পরদিন একই নার্স রুমে এলে হেলেন বলে উঠলেন, 'ও-ই আমাকে সুঁচ বিঁধিয়েছে'। ল্যারি ডাক্তার এবং হাসপাতালের অন্যান্য নার্স ও স্টাফকে বলে কোনো কিছু করতে পারেননি। অজ্ঞাত কারণে কেউই কালেনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। পরদিন সকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান হেলেন ডিন।

ছিল কালেনের দশম এবং শেষ চাকরিস্থল। এ হাসপাতালে কাজ করতে এসে ধরা পড়ে যায় তার যাবতীয়কুকীর্তি! হাসপাতালটি পরিচালিত হতো হাইটেক কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে। এখানে রোগীদের ওষুধপথ্য 'সারনার' নামে পরিচিত কম্পিউটারাইজড সিস্টেমের মাধ্যমে নার্সদের হাতে দেয়া হতো। নার্সরা নিজে থেকে কোনো ওষুধ সংগ্রহ করতে পারতো না। আর এ সিস্টেমটি একই সঙ্গে রোগীদের তাৎক্ষণিক অবস্থা বিশ্লেষণ করতো। তবে তা করতো নার্সদের ওষুধ সরবরাহের আগে। এখানে আরো একটি কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি ছিল। এর নাম ছিল পাইক্সিস। এটা ওষুধ সরবরাহের ব্যাপারটি চিহ্নিত করে রাখতো। অনেকটা ক্যাশ রেজিস্ট্রারের মতো কাজ ছিল এটার। এখানে কিছু তথ্য টুকতে হতো। যেমন রোগীর নাম, নার্সের আইডি নম্বর, কোন পথ্য সরবরাহ করা হয়েছে তার যাবতীয় হদিস। আর এ কম্পিউটারাইজড পদ্ধতির কারণেই ধরা পড়ে যায় কালেন।

১৫ জুন, ২০০৩ সাল। রাতের শিফটে কাজ পড়ে কালেনের। রাত একটু বাড়লে সে কম্পিউটারাইজড সিস্টেমে ঢুকে পড়ে ডক্সিন চায়। যদিও তার রোগীর জন্য এটি প্রেসক্রাইব করা হয়নি। ওষুধ সংগ্রহের পর 'পাইক্সিস' সিস্টেমে তার নিজস্ব আলামত মুছে ফেলে। এরপর 'সারনার' সিস্টেমে গিয়ে জিন কিয়াং হ্যান নামের এক ক্যান্সার রোগীর রেকর্ডে প্রবেশ করে। যদিও ওই রোগী তার কেয়ারে ছিল না। পরদিন সকালে হ্যান কার্ডিয়াক ম্যালফ্যাংশনে গিয়ে দেখেন তার সিস্টেমে অতিরিক্ত ডক্সিন রয়েছে। তার শরীরে এ বিষক্রিয়া আবিষ্কারের মাস তিনেক পরেই মারা যান হ্যান।

শেষ খুন...

১৫ জুনের ঘটনা চাপা পড়ে গেলে ২৭ জুন রাতে আবার একই সর্বনাশা খেলায় মেতে ওঠে কালেন। একইভাবে তার রোগীর জন্য ডক্সিন তোলে এবং তার অর্ডার মুছে দিয়ে অন্য এক রোগীর রেকর্ডে ঢুকে পড়ে। আর সেই রোগীর মৃতদেহ আবিষ্কার হয় পরের দিন। সকালে তার দেহেও আবিষ্কৃত হয় মাত্রারিক্ত ডক্সিন। এ ব্যাপারটাও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এড়িয়ে যায়। কিন্তু ২৭ আগস্ট একইভাবে আরো একজন রোগী একই ঘটনায় মারা গেলে নড়েচড়ে বসে কর্তৃপক্ষ। তারা লোকাল প্রসিকিউটর অফিসে ব্যাপারটা জানায়। আর তাদের তদন্তেই বেরিয়ে আসে আসল কাহিনী। হাসপাতালের কম্পিউটার সিস্টেমে অনুসন্ধান করে পাওয়া যায় কালেনের যাবতীয় কুকর্মের হদিস।

দোষ স্বীকার করে জবানবন্দি

পুলিশ কালেনকে গ্রেপ্তার করলে সে স্বীকার করে তার যাবতীয় অপরাধ। সে আরো জানায়, তার নার্সিং জীবনে প্রায় ৪০ জন রোগীকে এভাবে হত্যা করেছে। কালেনের স্বীকারোক্তি যদি সত্যি হয়, তবে সে-ই হবে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এক খুনি। তবে অনেক বিষয়ে কালেনের বক্তব্য দারুণ হেয়ালিপূর্ণ। একটির সঙ্গে অপরটির সঙ্গতি নেই। যদিও সে দাবি করেছে, সে তাদেরই ওভারডোজ দিয়েছে যারা মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। আর এটা করেছিলো শুধু যন্ত্রণাহীন মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার জন্য। কিন্তু তার বেশির ভাগ শিকারই মারাত্মকভাবে অসুস্থ ছিল না। সবাই সুস্থ হবার অপেক্ষায় ছিল।

কালেন তার যাবতীয় অপরাধ স্বীকার করে নিলেও বিচারক তার রায়ে কালেনকে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। তবে এর পরিবর্তে তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়েছে। নিউজার্সির এক কারাগারে যাবজ্জীবন শাস্তির দণ্ড ভোগ করছে কালেন।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

পত্রমিতালীতে ইচ্ছুক ঢাকার কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা লিখ। - রনি, বক্স নং- ৩২০, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

হুট করে বিয়ের পিঁড়িতে বসাটা ঝুঁকিপূর্ণ। তার আগে একে অপরকে যতটুকু সম্ভব জানাটা সমীচীন। দীর্ঘদিন পর আমেরিকা থেকে দেশে এসেছি। ৫´ - ৮´´ (৩৫)। আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী; উদার, মুক্তমনের মানুষ। সৎ, উদার, অসাম্প্রদায়িক, সংস্কারমুক্ত, মুক্তমনের বাংলাদেশের মেয়েদেরকে E-mail-এ সবিনয়ে আহ্বান জানাচ্ছি। ডিভোর্স হলেও আহ্বান করছি। গোপনীয়তা ১০০%। -জামিল, E-mail : Dhanmondi47@hotmail.com অথবা বক্স নং-৩৪৬, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, চমৎকার সেন্স অব হিউমার এবং তীব্র কল্পনাশক্তির অধিকারী মেডিকেল কলেজের ছাত্রী ও ডাক্তার মেয়েরা ফোন নম্বরসহ লিখুন। আপনার মধ্যে প্রাচ্যের মূল্যবোধ ও পাশ্চাত্যের গতিশীলতা আশা করছি। ডিএমসি থেকে পাস করে আমিও একই পেশায় রয়েছি। পরিচয় থেকে চমৎকার বন্ধুত্ব হতে পারে। - ডা. জয়, বক্স-৩৪৮, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েট (৫´-৬´´, বয়স ২৬), সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও সরকারি চাকরিরত। নিঃশর্তে মার্জিত রুচিবোধসম্পন্ন ইমিগ্রান্ট পাত্রীর পাত্র হয়ে উচ্চশিক্ষার্থে প্রবাসী হতে চাইছি। -সরাসরি swtmarry@yahoo.com

***

সুন্দর মনের প্রবাসী বন্ধু চাই। কেউ লিখবেন কি? - Parvin, C/O- Mr. Lalin, Kanaikhali, Natore-6400, Bangladesh.

Anything is possible, if you stay with me. I know your lonely heart also needs same one... So woman come close to me, by my friend and we will make rainbow in the sky. - mm73dh@yahoo.com.

ঘরে বসেই পেতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি সংখ্যা

গ্রাহক হবার নিয়ম

গ্রাহক হার (বার্ষিক ৮০০ টাকা অথবা ষান্মাসিক ৪৫০ টাকা) ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে যে কোনো ব্যাংক থেকে পাঠাতে পারেন। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা
মানি অর্ডারের মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। **মানি অর্ডার অথবা ডিডি** পাঠানোর ঠিকানা :
সার্কুলেশন ম্যানেজার, সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

চেক গৃহীত হয় না। যে কোনো জায়গা থেকে প্রিয়জনকেও উপহার হিসেবে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি আকর্ষণীয় সংখ্যার।

সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে ফোন (৯৩৪৯৪৫৯) করেও আপনি গ্রাহক হতে পারেন।